ভোরের কাগজ

তারিখ 13 NOV 1998
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

44

রমজান মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখার সিদ্ধান্ত

শ্যামল দত্ত : আসন্ন রমজান মাসে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শতাব্দীর ভয়াবহতম বন্যায় দেশের অধিকাংশ জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকায় রমজান মাসে ক্লাস নিয়ে তা পূরণ করার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচি পর্যালোচনা বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রমজান মাসেও ক্লাস চালানোর নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়াও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্যার্তদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় দীর্ঘদিন ক্লাস বন্ধ ছিল। তিনি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনের এই ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য রমজান মাসে অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়ার নির্দেশ দেন।

শিক্ষামন্ত্রী এ এইচ কে সাদেক, প্রতিমন্ত্রী জিন্নাতুন্নেসা তালুকদার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী রকিবউদ্দিন আহমেদ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব ড. সাদাত হোসেনসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, এ বছরের ভয়াবহ বন্যায় দেশের ৫০টি জেলায় ৮ হাজার ১৬৮টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়া দেশের ২৩৭টি থানায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ১৭ হাজার ৮৪৯টি। এর মধ্যে নদীগর্ভে একেবারে বিলীন হয়ে গিয়েছিল ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সম্পূর্ণ

● এরপর পৃষ্ঠা ২

রমজান মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখার সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

বিপর্যস্ত ১৯৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

সভায় অংশগ্রহণকারীদের সূত্রে জানা যায়, ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দ্রুত ক্লাস শুরু হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্তোষ প্রকাশ করেন। আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে স্কাউটস, গার্লস গাইড ও রোভার স্কাউটরা যে ভূমিকা পালন করেছে, প্রধানমন্ত্রী তার প্রশংসা করেন। প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার যেভাবে দেওয়া হয়, সেভাবে শ্রেষ্ঠ স্কাউট ও গার্লস গাইড পুরস্কার দেওয়ার জন্যও প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা পিছানোর দাবি ওঠে। এই ধরনের দাবির প্রেক্ষিতে পরীক্ষা পিছানো হলে সামগ্রিক শিক্ষা প্রক্রিয়া পিছিয়ে পড়ে। পরীক্ষা পিছানোর কারণে ফল প্রকাশে দেরি হয়। এতে উচ্চতর ক্লাসগুলো শুরু করা সম্ভব হয় না। তিনি প্রয়োজনে সিলেবাস কমিয়ে যথাসময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেন।

স্কুল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন ও মেরামতের যে উদ্যোগ শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী তাকে ভালো উদ্যোগ হিসেবে অভিহিত করে বলেন, টেন্ডারের মাধ্যমে পুনর্বাসনের কাজ করতে গেলে যথা সময়ে কাজ শেষ করা সম্ভব হতো না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, শিক্ষার্থীদের সিলেবাস এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা এ দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক না হারায়। তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য কতো মানুষ জীবন দিয়েছে, এটা যদি শিক্ষার্থীরা না জানে, তাহলে এই শিক্ষা দেশের কী কাজে লাগবে।

বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী এ এইচ কে সাদেক বলেন, বন্যার কারণে সারাদেশে সাক্ষরতা কর্মসূচি ব্যাহত হয়েছে। জেলা পর্যায়ে এই কর্মসূচির দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসকগণ বর্তমানে ভিজিএফ কার্ড নিয়ে ব্যস্ত। তিনি সাক্ষরতা কর্মসূচি আবার শুরু করার জন্য জেলা প্রশাসকদের সক্রিয় করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। ঠিকমতো অর্থ সংস্থান না হওয়ায় স্বাক্ষরতা বাড়ানোর কাজ ব্যহত হচ্ছে বলে উল্লেখ করে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনি আমাকে ১০০ কোটি টাকা দেন, আগামী ২০০০ সালের মধ্যে আপনাকে ৮৫ ভাগ স্বাক্ষরতা উপহার দেবো।